‘একজন কর্মী চলে গেলেও বিএনপি ক্ষতিগ্রস্থ তো হয়েছেই’

সাদেক হোসেন খোকা
সভাপতি, মহানগর বিএনপি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নিয়ে বিতর্ক, ১৪ দলের অবরোধ আন্দোলন, চার দলীয় জোটের পাল্টা কর্মসূচি, এলডিপির উত্থান। নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমান নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছেন মহানগর বিএনপি সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জব্বার হোসেন, মহিউদ্দিন নিলয় ও কনক বড়ুয়া**

সাপ্তাহিক ২০০০ : রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেয়া কতোটুকু সংবিধান সম্মত? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি।

সাদেক হোসেন খোকা : বিচারপতি কেএম হাসান অপারগতা জানিয়েছেন। এরপর দ্বিতীয় অপশন হলো বিচারপতি মইনুল রেজা চৌধুরী, যিনি মারা গেছেন। তারপরে তৃতীয় জনের সুযোগ আছে কিনা, সংবিধানে কিন্তু এ বিষয়টা অস্পষ্ট। বলা আছে প্রথম, উনি না পেলে দ্বিতীয় কিন্তু দ্বিতীয় তো পাওয়া গেল না। কিন্তু দ্বিতীয়জন মারা গেলে তৃতীয় মাহমুদুল আমিন চৌধুরী সাহেব দ্বিতীয় হবেন কি না এটা কিন্তু একটা বিতর্কের বিষয়। অন্য অপশন হলো আজিজ সাহেব। ওনাকে নিয়েও বিতর্ক আছে। এরপর চতুর্থ হামিদুল হকের বিপক্ষে বিএনপির পক্ষ থেকে নেগেটিভ মতামত আছে। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন দুই দল ঐকমত্যে না আসলে আমি দায়িত্ব নেবো না। এটাও একটা কন্ডিশনাল। সর্বশেষ সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে দুরূহ ব্যাপার। কেননা আওয়ামী লীগ কারও নাম বললে বিএনপি মানবে না, আবার বিএনপি বললে আওয়ামী লীগ মানবে না। আসলে সরকার এবং বিরোধী দলের সম্পর্কের এতো অবনতি ঘটেছে যেখানে অনেক কিছু সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। সুতরাং রাষ্ট্র বা দেশ বিকল থাকতে পারে না, কোনো কর্তৃপক্ষবিহীন থাকতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সংকট মুহূর্তে তাঁকে বাধ্য হয়ে দায়িত্ব নিতে হলো। এখন বিরোধীদলীয় নেত্রী যে সতর্ক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সেটা তিনি দিতেই পারেন। ‘রাষ্ট্রপতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা’– আমি মনে করি বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি সঠিক প্রতিক্রিয়াই দিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপতিরও কিছু দায়িত্ব থাকবে। তিনি অতিরিক্ত যে দায়িত্ব নিলেন সেটা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব। এ দায়িত্বটা ওনাকে বেশ সুচিন্তিতভাবে, কোনো এক পক্ষের পরামর্শ না নিয়ে সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে দুইপক্ষ থেকে নাম দিলেও আলাপ আলোচনা করে যাদের নির্বাচন করা হবে তারা নিরপেক্ষ কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। উপদেষ্টা হিসেবে ৫ জন আওয়ামী লীগের লোক নিল এবং ৫ জন বিএনপির লোক নিল তবে তো উনি কাজই করতে পারবেন না। প্রত্যেক সিদ্ধান্তেই বিভাজন দেখা দেবে।

২০০০ : শেষের দিকের সিদ্ধান্তগুলো অনেক আগে নেয়া হলে এতো প্রাণহানি ঘটতো না, সময়ের অপচয় হতো না...

খোকা : এ ব্যাপারে আমি ওনাকে দোষারোপ করতে চাই না। তবে কেএম হাসান সাহেব অনেক আগেই এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারতো। কেননা তাকে নিয়ে এই তর্ক তো আজ থেকে নয়। সংবিধান বিধি মোতাবেক ওনার হওয়ার কথা। সুতরাং তাকে বিরত হওয়ার কথা আমরা বিএনপি থেকে বলতে পারি না। এটা সম্পূর্ণই ওনার ব্যাপার। কিন্তু আগে উনি যদি হামিদুল হক সাহেব যেভাবে বলেছেন সেভাবে বললেও ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে যেতো। উনি মিডিয়ার সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক জায়গায় বসেছিলেন। তবে ওনার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে এটি উনি আগে নিলে এতো প্রাণহানি ঘটতো না, দেশে বৈরী পরিবেশের উদ্ভব ঘটতো না।

২০০০ : রাষ্ট্রপতিকে আপনারা দলীয়ভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু এখন উনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান। আপনি কি মনে করেন যে ওনার নির্দলীয় অবস্থানটা পরিষ্কার?

খোকা : আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি সমর্থনের দিকে থেকে বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। তা না হলে বিএনপি তাকে রাষ্ট্রপতি করবেই বা কেন? কিন্তু শিক্ষক হিসেবে কখনোই আমরা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা দেখিনি। শিক্ষক হিসেবে চাকরি জীবন শেষ করেছেন, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন ১৯৯১ সালে। তখন তিনি নির্দলীয় হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বি. চৌধুরী বেরিয়ে যাবার পর তাকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। কিন্তু দলীয় বিবেচনায় তাকে করা হয়নি। ভদ্রলোক বিবেচনা করে তাকে করা হয়েছিল। যেমন শাহাবুদ্দিন সাহেব তো আওয়ামী লীগ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কিন্তু উনি কি আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছিলেন? আমিও তো মেয়র। আমি কি শুধু বিএনপির মেয়র, আমি তো ঢাকাবাসীর মেয়র। সুতরাং যিনি দায়িত্বে থাকেন তার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাটাই বড় কথা। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তাহলে বাংলাদেশের বাইরে থেকে নিরপেক্ষ কাউকে আনতে হবে।

২০০০ : এ ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের কোনো ত্রুটি কিংবা দুর্বলতা আছে, এটা কি আপনি মনে করেন?

খোকা : আমাদের গণতন্ত্রের বয়স খুব বেশি দিন নয়। ১৫/১৬ বছর চলছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অপশন নিয়ে আমাদের ভাবার প্রয়োজন হয়নি। এখন দ্বিতীয় জন মারা যাবার ফলে তৃতীয় জন দ্বিতীয় বিবেচিত হবে কি না এই বিষয়টা স্পষ্ট নয়।

২০০০ : সুতরাং অস্পষ্টতা আছে।

খোকা : হ্যাঁ।

২০০০ : কেএম হাসান সরে যাওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ এটাকে প্রাথমিক বিজয় বলেছে এবং রাষ্ট্রপতির ব্যাপারেও তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু এরপরও তিনি প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এটাকে কি বিএনপি তাদের বিজয় হিসেবে দেখছে?

খোকা : পুরো বিষয়টাকে আমি বিজয় বা পরাজয় এই আঙ্গিকে দেখতে চাই না। একটা অবস্থায় প্রেক্ষাপটে কেএম হাসান সাহেবকে ঐ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এটাকে আওয়ামী লীগ বিজয় হিসেবে ভাবলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা তাদের চাপের কারণেই তিনি বিব্রত হয়ে অপারগতা জানিয়েছেন। কিন্তু তারপর সাংবিধানিকভাবে তা রাষ্ট্রপতির কাছে গেল। এখানে বিএনপির কোনো বিষয় নয়। এভাবে বিষয়টাকে দেখলে মনে হয় ঠিক হবে।

২০০০ : চৌদ্দদলীয় জোট তাদের অবরোধ কর্মসূচি আবার অব্যাহত করতে পারে। আপনারা কীভাবে রাজনৈতিকভাবে এটা মোকাবেলা করবেন?

খোকা : আমাদের আজ নয়া পল্টন অফিসের সামনে চারদলীয় জোটের জনসভা আছে। জনসভায় আমরা এ কয়দিনের হানাহানি, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কথা বলবো। মোট কথা এখন সময় খুব কম। ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করে একটা সরকার গঠন করতে হবে। নির্বাচন করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। জোটের অনেক কাজ করতে হবে, প্রার্থী বাছাই করতে হবে, কোথায় কে দাঁড়াবে, সারাদেশে ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন এগুলো করবো, না রাস্তায় লাঠালাঠি করবো। দু'দিকে তো করা যায় না।

২০০০ : সম্প্রতি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে আপনাদের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথা বলেছেন। শক্তি প্রয়োগ বলতে উনি কি ধরনের শক্তির কথা বলতে চেয়েছেন?

খোকা : কালকে দিনের যে প্রেক্ষাপট ছিলো লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলা, হাত কেটে ফেলা, পাল্টা আক্রমণ করা সেখানে কর্মীরা যাতে রাজপথে থাকে সেজন্য বলে থাকতে পারে। আমি মনে করি এখন তো আর সে প্রেক্ষাপট অবশিষ্ট নেই।

২০০০ : এক পর্যায়ে বেশ জোর গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, আর্মি নামতে পারে বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা হতে পারে...

খোকা : গুজব তো গুজবই, যা সত্য নয় সেটাই গুজব। আর্মি আসা না আসা নির্ভর করে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো কতোটুকু দায়িত্বশীল আচরণ করছি তার ওপর। সুতরাং আমাদের এ রকম কোনো সুযোগ করে দেয়া সমীচীন হবে না যে অরাজনৈতিক কোনো শক্তি এখানে এসে ক্ষমতা কুক্ষিগত করুক। আবার আমরা ১০ বছর আন্দোলন করি, এ রকম চিন্তা কোনো দলেরই থাকা উচিত নয়।

তারেক রহমান সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। তার ওপর অনেক সিনিয়র নেতারা আছেন এটা যেমন ঠিক আবার এটাও ঠিক আমাদের এখানকার ট্রেন্ডটাও অন্য রকম। আমি মানি না মানি, আমি ভালো বলি না বলি এখানে বিশেষ ফ্যামিলির অটোমেটিক একটা গুরুত্ব চলে আসে

২০০০ : নতুন একটি দল গঠন হলো, আপনাদের অনেকেই সেই দলে যোগ দিয়েছেন। এলডিপিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

খোকা : বাংলাদেশে বড় দল থেকে বেরিয়ে দল করা প্রথম উদাহরণ নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এভাবে দল করে কোনোদিন কেউ তার দলকে শক্তিশালী রাখতে পারেননি। দলকে মূলস্রোত ডিঙিয়ে কোনো পর্যায়ে নিতে পারেননি। তারা চেষ্টা করছেন, করে দেখতে পারেন।

২০০০ : বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা চলে গেছেন, এটা কি আপনাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা কিংবা এতে আপনাদের কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হলো কি না।

খোকা : নমিনেশনের ব্যাপারে এখানে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল বলে চলে গেছেন। একজন কর্মী চলে গেলেও সেটা ক্ষতিই। সেভাবে চিন্তা করলে অল্প হলেও বিএনপি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়েছেই।

২০০০ : কর্নেল অলি আহমদ ইঙ্গিত দিচ্ছেন আরো অনেক সিনিয়র নেতা যোগ দিতে পারেন। এটা আপনি কিভাবে দেখছেন?

খোকা : সময়ই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ অনেক বড় দল। তাদের একই জায়গায় একই দায়িত্ব নেয়ার মতো হয়তো পাঁচজন লোক আছে। কিন্তু মনোনয়ন দিতে হবে তো একজনকেই। তবে আমি মনে করি দলগুলোতে রাজনৈতিক ট্রেনিং হচ্ছে না, সংগঠন নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে না। যে কারণে ব্যক্তির পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টা থেকে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে, অন্য দলে চলে যাচ্ছে। আমি এটার সঙ্গে একমত নই।

২০০০ : আপনাদের দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব দলের অনেক ক্ষমতা রাখেন। আপনারা সিনিয়র নেতারা এটাকে কীভাবে দেখেন?

খোকা : তারেক রহমান সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। তার ওপর অনেক সিনিয়র নেতারা আছেন এটা যেমন ঠিক আবার এটাও ঠিক আমাদের এখানকার ট্রেন্ডটাও অন্য রকম। আমি মানি না মানি, আমি ভালো বলি না বলি এখানে বিশেষ ফ্যামিলির অটোমেটিক একটা গুরুত্ব চলে আসে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, ভারতের মতো সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশেও এটা প্রচলিত আছে। কংগ্রেসের মতো দল সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে যদিও তিনি বিদেশী বংশোদ্ভূত এরপরও ঐক্য গঠন করা সম্ভব হচ্ছে। বিজেপি জোরালো প্রতিবাদ না জানালে আজ হয়তো উনি প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যেতেন। নরসীমা রাও, শরদ পাওয়ারের মতো শক্তিশালী নেতারাও কিন্তু সোনিয়া গান্ধীকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। একদিন হয়তো যখন শিক্ষার হার বাড়বে, বিষয়গুলো বোঝার ক্ষমতা বাড়বে তখন হয়তো পার্টির মধ্যে প্রতিভার চর্চাটা বেশি হবে। সুতরাং এখন এর ব্যতিক্রম করে কোনো লাভ হবে না, এটা অটোমেটিক চলে আসছে।

২০০০ : এলডিপির পক্ষ থেকে অলি আহমেদ সরকারের বিপক্ষে যেসব অভিযোগ তুলছেন এগুলো আপনি কিভাবে দেখছেন?

খোকা : এখানে দেখতে হবে ওনার মনোভাবটা কি? কেন তিনি বলছেন? বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তিনি আগের বার সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন। সেখানে তিনি শেষ সময়ে এ সরকারের দুর্নীতির কথা বলছেন বা দল থেকে বেরিয়ে গেলেন– এখন এসব বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কি এই পাল্টা প্রশ্নটা তো আসতেই পারে। আমাদের দেশে যারা দল থেকে বেরিয়ে যান তারা এ ধরনের বক্তব্য বলে থাকেন। আলমগীর কবীর মন্ত্রী ছিলেন। তারপর তালুকদার সাহেবও প্রায় পুরো সময় মন্ত্রী ছিলেন, শেষে কিছুদিন বিদ্যুতে থাকলেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হলো। বিদ্যুতের অংশটুকু বাদ দিলে উনি প্রায় পুরো সময় ধরেই তো ছিলেন, তখন তো তিনি এসব কথা বলেননি। এখন বিএনপিকে নিয়ে চিন্তা না করে তারা কিভাবে দল গঠন করবে, কিভাবে জনগণের বিশ্বাস, আস্থা অর্জন করবে সেদিকে নজর দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

২০০০ : শোনা যাচ্ছে এলডিপি আপনাকে তাদের দলে নিতে চাচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি।

খোকা : বি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। এক সময় উনি দল থেকে বেরিয়ে অন্য দল গড়ে তুললেন। অলি আহমেদ সাহেবের সঙ্গেও আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ভালো সম্পর্ক থাকলেও দলীয়ভাবে একটা পার্থক্য কিংবা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এটা তো খুবই স্বাভাবিক।